২৮-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা-- তোমরা রুহানি বাবার থেকে নতুন নতুন আধ্যাত্মিক(রুহানী) কথা শুনতে পাচ্ছো, তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা যেমন নিজের নিজের রূপ বদলে এসেছি তেমন ভাবে বাবাও এসেছেন । "

প্রশ্ন :- ছোট ছোট বাচ্চারা, বাবা যা বোঝাচ্ছেন সেটা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো, তবে তোমরা কোন্ উপাধি(টাইটেল) নিতে পারো ?

উত্তর :- আধ্যাত্মিক নেতার (spiritual leader) উপাধি। ছোট বাচ্চারা যদি কোনো সাহসী বা প্রশংসনীয় কাজ করে দেখায়, বাবার কাছ থেকে যা কিছু শুনছে তাতে মনোযোগ দেয়, এবং অন্যদেরও বোঝায়, তবে সে সকলের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠবে। এতে বাবার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়বে।

গীত:- ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন.... (ওই আকাশ সিংহাসন থেকে নেমে এসো এবার.....)

ওম শান্তি । বাচ্চারা বাবাকে ডেকেছে, বাবাও তাতে সাড়া দিয়েছেন । বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা কি বলো? বাবা আবার তুমি এই রাবণ রাজ্যে এসো । কথাতেও আছে না-- আবার মায়ার ছায়া পড়েছে । মায়া বলা হয় রাবণকে । সেই জন্যই তো ডাকে যে বাবা আবার এসো। রাবণের রাজ্যে অনেক দুঃখ । আমরা অনেক দুঃখী, পাপী-আত্মা হয়ে গেছি । এখন বাবা বাস্তব রূপে আছেন । বাচ্চারা জানে যে, আবার সেই মহাভারতের যুদ্ধ সামনে উপস্থিত । বাবা জ্ঞান আর রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ডাকাও হয়ে থাকে যে, হে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকারের থেকে এসে সাকার রূপে এসো, রূপ বদল করো । বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরাও ওখানকার বাসিন্দা-- যেটা হল ব্রহ্ম মহাতত্ব বা নিরাকারী দুনিয়া । তোমরাও রূপ বদল করেছো । এটা কেউ জানে না । যে আত্মা নিরাকার, সেই আত্মা আবার সাকার শরীর ধারণ করে । সেটা হল নিরাকারী দুনিয়া, এটা হল সাকারী দুনিয়া। আর সেটা হল সূক্ষ্ম(Subtle world, আকারী দুনিয়া), সেটা আবার আলাদা । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা শান্তিধাম বা নির্বাণধাম থেকে আসি। বাবাকে যখনই প্রথম নতুন দুনিয়ার রচনা করতে হয়, তখন তিনি প্রথমে সূক্ষ্ম লোকেরই রচনা করবেন । সূক্ষ্মলোকে তোমরা এখন যেতে পারো, আর কখনোই যেতে পার না । প্রথম যখন তোমরা আসো, তখন তো সূক্ষ্ম লোক হয়ে(via) আসো না। সোজাসুজি চলে আসো। এখন তোমরা সূক্ষ্মলোকে আশা যাওয়া করতে পারো । পায়ে হেঁটে যাবার কোনো ব্যাপার নেই এখানে । এ তো তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়, বাচ্চারা, তোমাদেরই হয় । মুল দুনিয়ারও সাক্ষাৎকার হতে পারে, কিন্তু যেতে পারবে না । বৈকুন্ঠেরও সাক্ষাৎকার হতে পারে, কিন্তু যেতে পারবে না । যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হবে । তবে তোমরা এটা বলতে পারবে না যে, আমরা সূক্ষ্মলোকে যেতে পারব। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে পারো । সেখানে শিববাবা, দাদা আর তোমরা বাচ্চারা আছো। তোমরা এখন কত নতুন নতুন আধ্যাত্মিক(রুহানি) কথা শুনছো । এসব কথা দুনিয়ায় কেউ জানে না । যদিও বলা হয় নিরাকারী(incorporeal) দুনিয়া, কিন্তু এটা কেউ জানে না যে, সেটা কেমন । প্রথমত আত্মা কি তাই জানে না, তাহলে আর নিরাকারী দুনিয়াকে কি করে জানবে! বাবা-সম সর্বপ্রথম এসে আত্মা

কি তা অনুভব (realisation) করান । তোমরা আত্মারা আবার রূপ বদল করছো, অর্থাৎ নিরাকার থেকে সাকার এসেছ ।

তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে, আত্মা কেমন করে ৮৪ জন্ম ভোগ করে । এই সমস্ত পার্ট আত্মার মধ্যে রেকর্ডের মতো ভরা আছে । যদিও আগেও এইসব কথা বলেছি। বাবা বলেন-- এখন আমি তোমাদের গুহ্য রমণীয় কথা শোনাই । যা তোমরা আগে জানতে না, যা এখন জানতে পারছো । নতুন নতুন পয়েন্ট বুদ্ধিতে এলে অন্যদেরও তৎক্ষণাৎ বোঝাতে পারো । দিন দিন ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । এইটাই আবার দৈবী বৃক্ষে পরিণত হবে। ব্রাহ্মণদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাবে । দেখতে সংখ্যায় ছোট মনে হয় । যেমন পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতকে কত ছোট মনে হয় । কিন্তু বাস্তবে ভারত কত বিশাল । তেমনই জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বলা হয় যে-- "মনমনাভব" অর্থাৎ" ঈশ্বরকে"(অল্ফ) স্মরণ করো। বীজ কত ছোট হয় । তার থেকে কত বড় বৃক্ষের সৃষ্টি হয় । এই ব্রাহ্মণ কুলও তো কত ছোট, কিন্তু এর বৃদ্ধি হতেই থাকে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এই সময় ব্রাহ্মণ আছি, তারপর দেবতা হব। ৮৪ জন্মের সিঁড়ি তো খুব ভালো । তোমরা(বাচ্চারা) এটা বোঝাতে পারো, যে ৮৪ জন্মগ্রহণ করে সেই বুঝতে পারে, তারপর কেউবা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, কেউ ৮০ জন্মগ্রহণ করে । এইটা তো বুঝতে পারো যে তোমরা এই দৈবী কুলের অন্তর্গত । আমরা সূর্যবংশী ঘরানার হবো । যদি অসফল হই তো আবার দেরি করে আসব । সবাই এক সঙ্গে তো আসবে না । অনেকে জ্ঞান নিলেও, একসঙ্গে সবাই আসবে না। একসাথে যাওয়া, আসবে অল্প অল্প করে-- এ তো জানা কথাই , তাই না! সবাই একসঙ্গে কেমন করে ৮৪ জন্ম নেবে! বাবাকে তো ডাকাই হয়-- বাবা আবার এসে গীতার জ্ঞান দান করুন । তাহলে এইটা প্রমাণ হয় যে, যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়, সেই সময়ই বাবা এসে গীতার জ্ঞান শোনান । তাকেই রাজযোগ বলা হয় । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছ । কল্পে কল্পে, ৫ হাজার বছর বাদে বাবা এসে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন । সত্য নারায়ণের কথা শোনান হয় না । তাঁরা কোথা থেকে এসেছেন , তারপর আবার কোথায় চলে গেলেন ! তা জানে না । বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, রাবণের যে ছায়া এখন পড়েছে, ড্রামা অনুযায়ী সেই রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে । সত্যযুগে রামরাজ্য থাকে, আর এই সময় এখানে রাবণ রাজ্য আছে। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি, সেই জ্ঞান এই দুনিয়ায় কারোর নেই । আমাদের এই নতুন পড়াশোনা, নতুন দুনিয়ার জন্য । গীতাতে কৃষ্ণের নাম লেখা আছে, সেটা তো একটা পুরোনো বিষয় । তোমার এখন নতুন কথা শুনছো । লোকে বলবে যে, এ তো কখনো শুনিনি যে শিব ভগবানুবাচ, আমরা তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ শুনে আসছি । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য সব কিছু নতুন (every thing new) শুনছো । এটা তো সবাই জানে যে ভারত হল প্রাচীন । কিন্তু কখন ছিল, এবং এই লক্ষী নারায়ণ-এর রাজ্য কেমন করে চলেছে, এঁনারা কেমন করে রাজ্য পেলেন, তারপর আবার কোথায় চলে গেলেন-- এসব কারও বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না । কি হয়েছিল যে এনাদের রাজ্য শেষ হয়ে গেল । কার জিত হল, কেউ কিছু বুঝতে পারে না, আর সেই জন্যই লোকরা সত্যযুগকে লক্ষ বছরের বলে থাকে। এটা তো হতে পারে না যে লক্ষী নারায়ণ লক্ষ বছর ধরে রাজত্ব করছেন । তাহলে তো সূর্য বংশী রাজা অনেক আছেন । কারোর তো নাম নেই । ১২৫০ বছরের কথা কেউ জানে না, তারপর লক্ষী-নারায়ণ এর রাজত্ব কতদিন চলেছে, এটাও ঠিক কেউ জানে না, তাহলে আবার লক্ষ বছরের কথা কি করে জানবে । কারও বুদ্ধি কাজ করছে না । এখন তোমাদের মধ্যে থেকে ছোটরাও কেউ ঝট করে এ কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে । এসব তো খুব সহজ । সমস্ত কাহিনীই ভারতের উপর রচিত । সত্য,

ত্রেতা যুগে ভারতবাসী রাজা ছিল । আলাদা আলাদা চিত্রও আছে । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল । এখানে তো হাজার বছর বলে দিয়েছে । বাবা বলেন-- এ তো পাঁচ হাজার বছরের কাহিনী । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে লক্ষী নারায়ণ-এর রাজত্ব ছিল। সাম্রাজ্য (dynasty) ছিল, তারপর পুনর্জন্ম নিতে হল। ছোট ছোট কন্যারা এতটুকু জিনিসও যদি বসে বোঝাও, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে যে এর তো খুব ভালো জ্ঞান (নলেজ)এর কথা পড়া আছে । এই আধ্যাত্মিক(spiritual) জ্ঞান (knowledge) একমাত্র আধ্যাত্মিক পিতা (spiritual father) ছাড়া আর কারও কাছে নেই। তোমরাও বলবে আমাদেরকেও স্পীরিচুয়াল ফাদার এসে বলেছেন । আত্মা শরীরের দ্বারা শুনে থাকে । আত্মাই বলে থাকে যে আমরা ওমুক হয়েছি । মানুষ নিজেকে নিজে উপলব্ধি(self realise) করে না । আমাদের বাবা উপলব্ধি (realise) করিয়েছেন । আমরা আত্মারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি । এই রকম সমস্ত কথা যদি বোঝানো হয়, তাহলে সবাই বলবে যে এর তো খুব ভালো জ্ঞান আছে । ঈশ্বর তো নলেজ ফুল তাই না! গাওয়াও হয়-- গড ইজ নলেজফুল, ব্লিসফুল (পরম সুখদায়ী), লিবরেটর (মুক্তিদাতা), গাইড (পথনির্দেশক) কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন, সেটা তো কেউ জানে না । বাচ্চারা তো এই সমস্ত বোঝাতে সক্ষম । (স্পীরিচুয়াল ফাদার) আধ্যাত্মিক পিতা নলেজফুল, তাঁকে পরম সুখদায়ী (ব্লিসফুল) বলা হয় । মুক্তি (লিবরেট) তখনই দেন যখন মানুষ খুব দুঃখী থাকে । এক হল রাবণের রাজ্য । বলা হয়-- হেভেনলী গড ফাদার। হেলকে(নরক) রাবণ রাজ্য বলা হয় । এই সমস্ত জ্ঞান কাউকে যদি শোনানো হয়, তক্ষুণি বলবে চলো সবাইকে গিয়ে এ কথা শোনাও । কিন্তু জ্ঞানের ধারণা খুব ভালো বা পোক্ত হতে হবে । ম্যাগাজিনে প্রদর্শনীর চিত্রও আছে, তার থেকে আরো ভালো করে বুঝতে পারলে এই বিষয়ে আরো অনেক সার্ভিস করতে পারবে ।

এই বাচ্চা (জয়ন্তী বোন) লন্ডনে গিয়ে নিজের টিচারকে বোঝাতে পারেন । ওখানে লন্ডনে এই সার্ভিস করতে পারেন । দুনিয়ায় ঠকবাজ কম নেই । রাবণ তো সবাইকে ঠকবাজ বানিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা সম্পূর্ণ পৃথিবীর হিস্ট্রি, জিওগ্রাফী বোঝাতে পারে । লক্ষী-নারায়ণ-এর রাজত্ব কতদিন চলেছে, তারপর ওমুক সম্বত(বর্ষ) থেকে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্ম শুরু হয়েছে । বৃদ্ধি হতে হতে বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ কত বড় হয়ে যায় । আধাকল্প পরে আরো ধর্ম আসে । এই রকম সমস্ত কথা যদি এখানে শোনানো হয় তাহলে শ্রোতারা সব তাকে স্পীরিচুয়াল লিডার (আধ্যাত্মিক নেতা) বলবে, বলবে এনার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে । তারপর আবার বলবে— এই জ্ঞান তো ভারতবর্ষে পাওয়া যাচ্ছে । স্পীরিচুয়াল গড ফাদার(আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পিতা) এই জ্ঞান প্রদান করছেন । তিনিই হচ্ছে বীজরূপ । এটা হল উল্টো বৃক্ষ । বীজ হলেন নলেজফুল। বীজের মধ্যে তো বৃক্ষের জ্ঞান ভরা থাকবে, তাই না ! এ হল বিভিন্ন ধর্মীয় ঝাড় । একে ভারতের দৈবী(Deity Religion of Bharat) ধর্ম বলা হয় । প্রথমে লক্ষী-নারায়ণের রাজ্য, তারপর রাম সীতার রাজ্য । অর্ধকল্প ধরে এই সব চলতে থাকে, তারপর আসে ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি..... বৃক্ষের বৃদ্ধি হতেই থাকে । এই ভাবে যদি বাচ্চারা ভাষণ দেয়, আর বোঝায় যে এই বৃক্ষ কেমন করে উদ্ভূত(emerge) হয় । এই সৃষ্টিচক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, আমরা বোঝাতে পারি । বিলেতে তো আর কেউ নেই বোঝাবার জন্য । এই বাচ্চা গিয়ে বোঝাতে পারে যে, এখন লৌহযুগ (আয়রণ এজ) এর অন্তিম কাল, স্বর্ণযুগ আসছে, এই সব শুনলে ওরা খুব খুশি হয়ে ওঠে । বাবা অনেক যুক্তি তথ্য দিতে থাকেন, তাতে খুব মনোযোগ দেওয়া উচিত । ছোট বাচ্চারা যেন অনেক সম্মান পায় । ছোট কেউ যদি সাহসী কাজ করে, তাহলে তাকে অনেক ভালোবাসা হয়। বাবার বলছেন যে এই রকম সমস্ত

বাচ্চারা যদি এইসব কথায় মনোযোগ দেয় তাহলে তারা আধ্যাত্মিক নেতা(স্পীরিচুয়াল লিডার) হতে পারে । আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় পরমপিতা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । কৃষ্ণকে গড ফাদার বলা ভূল। ঈশ্বর তো নিরাকার । আমরা সব আত্মারা ভাই ভাই, উনি(ঈশ্বর) হলেন বাবা । লৌহযুগে মানুষ যখন দুঃখী হয়ে পড়ে, তখন বাবা আসেন । লৌহ যুগে বাবাকে আসতে হয় স্বর্ণযুগ স্থাপন করতে । ভারত প্রাচীন কালে সুখধাম ছিল, ভারত স্বর্গ ছিল। খুব কম সংখ্যক মানুষ ছিল । বাকি এতো সব আত্মারা কোথায় ছিল ! শান্তিধামে ছিল, তাই না । তাহলে এই ভাবেই সব বুঝতে হবে । এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই । এতো কেবল কাহিনী । কাহিনী তো আনন্দের সাথে বলা হয় । পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল কেমন করে রিপিট হয়, এই সব কাহিনী বলতে পারো ।জ্ঞান শোনাতে পারো । তোমাদের তো এই সব খুব ভালো ভাবে স্মরণে রাখতে হবে । বাবা বলেন-- "আমার আত্মাতে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে, যা আমি রিপিট করি"। নলেজ ফুল(জ্ঞানী) বাবা বাচ্চাদের নলেজ (জ্ঞান) দিচ্ছেন । এই বাচ্চা(জয়ন্তী বোন) এই জ্ঞান দান করলে, তারা অন্যদেরও ডাকতে বলবে জ্ঞান শোনানোর জন্য। তখন বলবে যে, হ্যাঁ ডাকতে পারি, কেননা তারা জানতে চাইছে যে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ কেমন ছিল ! যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়েছিল-- সেটা যদি কেউ বোঝাতো । সন্ন্যাসীরা আর কি শোনাবে? আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেবল গীতায় আছে। সন্ন্যাসীরা তো সেই গীতাই শুনিয়ে থাকেন । গীতা কত পড়া হয়, কন্ঠস্থ করা হয় । এইটাই কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান? এইসব তো মানুষের নামে বানানো হয়েছে । আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো মানুষ তো দিতে পারে না ।তোমরা এখন পার্থক্য বুঝতে পারছো-- গীতায় যা আছে, আর বাবা যা কিছু বলেন তাতে দিন রাত্রির প্রভেদ । বাবা জ্ঞান দিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । সত্যযুগে কৃষ্ণের এই জ্ঞান ছিলই না । নলেজ ফুল তো হলেন একমাত্র বাবা। কি খটোমটো ব্যাপার ! কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগে ছিল তখন এই জ্ঞান ছিল না । কত জট পাকিয়ে দিয়েছে । বিদেশে গিয়ে তোমরা বাবার নাম উজ্জ্বল করতে পারো । ভাষণ দিতে পারো । বলো, পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফীর জ্ঞান আমরা তোমাদের দিতে পারি । ঈশ্বর স্বর্গের স্থাপনা কেমন করে করেন, তারপর আবার স্বর্গ থেকে নরক কেমন করে হয়ে যায়, এই সব আমরা তোমাদের বোঝাব । এই পয়েন্ট গুলি বসে লেখো, কোনো পয়েন্ট না বাদ চলে যায় । আবার মনে পড়লে লিখে রাখো । এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকলে খুব ভালো লেখা হবে, খুব ভালো বোঝাতে পারবে আর অনেক সুনামও হবে । এখান থেকেও বাবা কাউকে বাইরে পাঠাতে পারেন । এরা গিয়ে বোঝাতে পারলে খুবই ভালো । সাতদিনে খুব বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারে । বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, বীজ আর ঝাড় কি, বিস্তৃত ভাবে বোঝাতে হবে । চিত্র বানিয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে । সার্ভিসের রুচি থাকা দরকার । উঁচু পদও হবে । জ্ঞান খুব সহজ । এ হল পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া । স্বর্গের কাছে এই পুরানো দুনিয়া যেন গোবর তুল্য, এর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় । ওটা(স্বর্গ) হল সোনার ভুবন(দুনিয়া), আর এটা (পুরোনো দুনিয়া) হল গোবরের দুনিয়া । তোমরা তো জানো যে তোমরা এখন এই শরীর ছেড়ে গিয়ে প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়ে যাবে । সেই রকম স্কুলে পড়তে যাবে । ওখানে এমন বিমান হবে, যা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত(ফুল-প্রুফ) হবে । এই খুশীতে অন্তর যদি পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে কোনো কথায় কান্না আসবে না । তোমরা তো জানছো যে আমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো। তাহলে তো তোমাদের অন্তর খুশীতে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, তাই না ! ভবিষ্যতে এই রকম স্কুলে যাব, এই - এই ভাবে সব করবো । বাচ্চারা না জানি কেন সব ভুলে যায় । অত্যন্ত নেশা থাকা চাই । আচ্ছা--

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা- পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরোনো ছিঃ ছিঃ গোবর তুল্য দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে বাইরে বের করে বা ভুলে সত্যযুগী দুনিয়ার স্মরণ করে অপার খুশী ও নেশাতে থাকতে হবে । কখনো কাঁদবে না ।

২) বাবা যে গুহ্য রমণীয় কথা শোনান সেই সব বুদ্ধিতে ধারণ করে সবাইকে বোঝাতে হবে । স্পীরিচুয়াল লিডার-এর খেতাব বা টাইটেল নিতে হবে ।

বরদান :- নিজের সর্ব শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা মায়াকে নিজের সামনে নত করে হাইয়েস্ট(সর্বোচ্চ) পদের অধিকারী ভবঃ (হও) ।

যেমন মহান আত্মারা কখনো কারোর কাছে নত হন না, তাঁদের কাছে সবাই মাথা নত করে । তেমনই তোমরা বাবার দ্বারা বাছাই করা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মারা, যে কোনো স্থানে, যে কোনো পরিস্থিতিতে, অথবা মায়ার দ্বারা ভিন্ন- ভিন্ন আকর্ষণীয় রূপের কাছে নিজেকে নত করবে না। এখন থেকে যদি সর্বদা নত করানোর স্থিতিতে স্থির থাকবে তবেই সর্বোচ্চ পদের অধিকার প্রাপ্ত করবে । এই রকম আত্মাদের সামনে সত্যযুগের প্রজা স্বমান-এর সাথে নত হবে আর দ্বাপরে তোমাদের স্মরণ করে ভক্ত নত হতে থাকবে ।

স্লোগান :- কর্মের সময় যোগের ভারসাম্য সঠিক থাকলে, তবেই বলা হবে কর্মযোগী ।